যুগান্তর

ভালুকায় শিক্ষকের পিটুনিতে আহত ছাত্রের মৃত্যু

অভিযুক্ত শিক্ষক পলাতক, আটক প্রধান শিক্ষক

প্রকাশ : ০৬ মার্চ ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ভালুকায় মাদ্রাসা শিক্ষকের পিটুনিতে আহত এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। রোববার রাতে রাজধানীর বক্ষব্যাধি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত তাওহীদুল ইসলাম মীর (১১) উপজেলার পাঁচগাঁও গ্রামের কয়েস মিয়ার ছেলে। সে পাঁচগাঁও জামিরদিয়া এলাকার ওমর ফারুক (রা.) হাফিজিয়া কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসার ছাত্র ছিল।

ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক হাফেজ আমিনুল ইসলাম পলাতক রয়েছেন। তার বাড়ি ময়মনসিংহের ইশ্বরগঞ্জ উপজেলায়। পুলিশ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক এনামুল হককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।

নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, তাওহীদকে ৪ বছর আগে ওই হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। সে ১৮ পারা কোরআন শরীফ মুখস্থ করেছিল। ২৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষক আমিনুল ইসলাম তাওহীদকে দেড় পারা কোরআন পড়তে দেয়। পরে শুনতে চাইলে সে ৭ পৃষ্ঠা শোনায়, বাকিটা শোনাতে না পারায় শিক্ষক আমিনুল লাঠি দিয়ে তাকে বেধড়ক মারধর করে। লাঠির আঘাতে তাওহীদের বাম পাঁজরের হাঁড় ভেঙে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর আঘাত লাগে। এরপর প্রথমে তাকে মাদ্রাসায় রেখে চিকিৎসা দেয়া হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ১ মার্চ তার পরিবারকে জানানো হয়। মাদ্রাসা থেকে বলা হয়, সে খেলতে গিয়ে বুকে ও পায়ে আঘাত পেয়েছে। তাওহীদের বাবা তাকে প্রথমে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে ময়মনসিংহ কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওই হাসপাতালে তার অবস্থার অবনতি হলে রোববার দুপুরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। রাতে ঢামেক থেকে মহাখালীর বক্ষব্যাধি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে রাত ১২টার দিকে তাওহীদের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নিহতের বাবা কয়েস মিয়া বাদী হয়ে ভালুকা মডেল থানায় একটি মামলা করেছেন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষক আমিনুল আমার ছেলেকে পিটিয়ে আহত করার পর ২-৩ দিন মাদ্রাসায় রেখে দেয়। শুরু থেকে চিকিৎসা দেয়া হলে আমার ছেলে মারা যেত না। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই। নিহতের মা হাসনাহেনা বলেন, তিন সন্তানের মধ্যে তাওহীদকে হাফেজ বানাতে চেয়েছিলাম। আমার ছেলে ১৮ পারা কোরআন মুখস্থ করেছিল। শিক্ষক পিটিয়ে তার বাম পা, হাত ও পাঁজরের হাড় ভেঙে ফেলেছে।

ভালুকা মডেল থানা অফিসার ইনচার্জ মামুন অর রশিদ বলেন, পিটুনিতে আহত হওয়ার পর উপযুক্ত চিকিৎসা না পাওয়ায় ছাত্রটি মারা গেছে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক এনামুল হককে আটক করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৮৪১৯২১১-৫, রিপোর্টিং : ৮৪১৯২২৮, বিজ্ঞাপন : ৮৪১৯২১৬, ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৭, সার্কুলেশন : ৮৪১৯২২৯। ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৮, ৮৪১৯২১৯, ৮৪১৯২২০

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।